بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৩ বৈশাখ ১৪৩৩
৬ মে ২০২৬

বাণী

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্যসংঘ দিবস ২০২৬ উপলক্ষে আমি দেশের সর্বস্তরের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রথম আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ কনভেনশন এবং আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) প্রতিষ্ঠার স্মারক হিসেবে ১৯৬৯ সালের ১৭ মে থেকে প্রতি বছর বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস পালিত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সাল থেকে ১৭ মে 'বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্যসংঘ দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চলতি বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় 'Digital lifelines: Strengthening resilience in a connected world' বা 'সংযোগে স্থিতি, সহনশীলতায় শক্তি'। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়ের তাৎপর্য সুগভীর।

প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে ডিজিটাল লাইফলাইন বর্তমানে মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বর্তমান বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) কেবল উন্নয়নের একটি মাধ্যম নয়, বরং এটি মানুষের নিত্যদিনের জীবনের অনিবার্য সঙ্গী হয়ে উঠেছে। ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনই নয়, দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেন, নাগরিক সেবা, স্বাস্থ্যসেবাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি কিংবা বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলায় ডিজিটাল প্রযুক্তি আমাদের জন্য নির্ভরযোগ্য লাইফলাইন হিসেবে কাজ করছে। একটি সংযুক্ত বিশ্বে টেকসই ও সহনশীল অবকাঠামো গড়ে তুলতে হলে ডিজিটাল সংযোগের বিস্তার, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি অপরিহার্য।

ডিজিটাল বিশ্বে সবার জন্য সমান সুবিধা নিশ্চিত করার বার্তা দীর্ঘদিনের। ২০০৩ সালে জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটিতে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও ডিজিটাল বৈষম্য দূরীকরণ ও প্রযুক্তিতে বৈশ্বিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। সম্মেলনে তিনি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরির খরচ মেটাতে প্রথমবারের মতো একটি বিশেষ 'ডিজিটাল ফান্ড' গঠনের প্রস্তাব দেন।

বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গঠনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ইন্টারনেট সেবা সম্প্রসারণ, মোবাইল ও ব্রডব্যান্ড সংযোগের উন্নয়ন, ই-গভর্ন্যান্স চালু করা এবং ডিজিটাল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকার নানাবিধ টেকসই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

Scanned with CamScanner

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

'ডিজিটাল লাইফলাইন'-এর জন্য একটি সহনশীল অবকাঠামো অপরিহার্য। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য একটি শক্তিশালী ও নিরাপদ ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে তোলা, যা যেকোনো সংকট মোকাবেলায় সহায়ক হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে আরও গতিশীল করবে। পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করা এবং নাগরিকদের ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধি করাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান সরকার টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে টেকসই উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে।

আমি বিশ্বাস করি, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, উদ্ভাবন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা একটি সহনশীল ও টেকসই ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে তুলে ভবিষ্যৎ নির্মাণে সক্ষম হব।

পরিশেষে, বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্যসংঘ দিবস ২০২৬-এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

তারেক রহমান

Scanned with CamScanner